দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 DEC 1998... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ..৮......

কিশোরগঞ্জে ৫ মাস যাবৎ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণ বন্ধ

কিশোরগঞ্জ হইতে সুধীর বসাক ॥ চলতি অর্থ বছরের পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হইলেও কিশোরগঞ্জ জেলার খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হয় নাই। শিক্ষা বর্ষের প্রথম ছয় মাস এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাইমারী স্কুলের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা চাউল-গম পাইলেও গত জুলাই মাস হইতে এই কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে। ফলে অভাব-অনটনে জর্জরিত অনেক পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে জেলার ১৩টি থানায় ৩২টি ইউনিয়নের মোট ৩৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১৬টি সরকারী ও ১০৮টি রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুল এবং ১৩টি এবতেদায়ী মদ্রাসা রহিয়াছে। জেলায় এক ছাত্রবিশিষ্ট কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ৪০ হাজার ২৯৬ এবং একাধিক ছাত্রবিশিষ্ট কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ২ হাজার ১৪০। মোট সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৪ হাজার ৮৭৪।

এক ছাত্রবিশিষ্ট পরিবারকে প্রতি মাসে ১৬ কেজি গম অথবা ১২ কেজি চাউল এবং একাধিক ছাত্রবিশিষ্ট পরিবারকে প্রতি মাসে ২০ কেজি গম অথবা ১৬ কেজি চাউল চাউল প্রদান করা হয়। একদিকে ভয়াবহ বন্যায় সর্বস্বান্ত হওয়ায় এবং বন্যাকালীন দুই মাস কর্মহীন থাকার কারণে দরিদ্র অনেক পরিবার তাহাদের সহায়-সম্বল, ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রি করিয়া দিয়াছে। এদিকে বিগত পাঁচ মাস যাবৎ বিদ্যালয়ের গম প্রদানও বন্ধ থাকায় অনেকেই তাহাদের সন্তানদের ক্ষেতে-খামারে কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। ফলে চলতি বছর ঝরিয়া পড়ার হার অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী হইবে বলিয়া অভিজ্ঞমহল মনে করিতেছেন। ইটনা থানার একজন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা বন্যা পরবর্তীকালে ভিজিএফ কার্ড চালু হওয়ায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর কার্যক্রম বন্ধ থাকিলেও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব পড়িবে না বলিয়া মন্তব্য করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, বরাদ্দ না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা সম্ভব হইতেছে না।